কলিকাতা হাইকোর্ট

সম্মাননীয় বিচারপতি **(গণ): জয়মাল্য বাগচি, সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরি,** বিচারপতিদ্বয়

ফারিদ সেখ ওরফে মানোয়ার হোসেন
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

২০১৩ সালের সি. আর. এ-৮৭৪, যা ১৬/১২/২০২২ তারিখে নিষ্পত্তি হয়েছে।

A) দণ্ডবিধি (১৮৬০ সালের ৪৫), ধারা ৩০২, ধারা- ৩৪ -- সাক্ষ্য আইন (১৮৭২ সালের ১), ধারা- ৩ --- হত্যা -- প্রমাণ-অভিযোগ যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে ('ভিকটিম্') বাস থেকে টেনে বের করে ছুরি, ভোজালির মতো মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করে তাকে হত্যা করেছে-প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য অন্যান্য সাক্ষীদের সাথে সমর্থন করে। অভিযুক্তরা মৃত ব্যক্তিকে গলা কেটে হত্যা করে যা চিকিৎসা প্রমাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ - দোষী সাব্যস্ত হওয়া, যথাযথ।

(৯, ১০, ১১ অনুচ্ছেদ)

B) দণ্ডবিধি (১৮৬০ সালের ৪৫), ধারা ৩০২, ধারা- ৩৪ -সাক্ষ্য আইন (১৮৭২ সালের ১), ধারা- ৩ -- হত্যা- প্রমাণ- অভিযোগ যে সহ-অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে অভিযুক্ত মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করে মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করেছে--- প্রত্যক্ষদর্শীরা সাক্ষ্য দেয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে ('ভিকটিম্')হত্যা করার সাধারণ অভিপ্রায় ছিলনা --- অভিযুক্ত সন্দেহের সুবিধা ('বেনিফিট্ অফ্ ডাউট্') পাওয়ার অধিকারী।

(অনুচ্ছেদ ১২)

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর পক্ষে শেখর কুমার বসু, প্রবীন আইনজীবী , রনদেব সেনগুপ্ত; প্রতিবাদী পক্ষে সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

১) সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরি, বিচারপতি। **এই** ফৌজদারি আপিলটি ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর,২০১৩ তারিখে বিদ্বাণ অতিরিক্ত দায়রা জজ, কান্দি, মুর্শিদাবাদের দায়রা বিচার (' সেশনস্ ট্রায়াল') নং- এপ্রিল,২০১৩-এর ১ (সংশ্লিষ্ট দায়রা মামলা (' সেশনস্ কেস্') নং .২০১৩

সালের ২৪৭)- এ প্রদত্ত রায় ও আদেশের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে , (যেটিতে) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারার অধীনে অপরাধ করার জন্য আবেদনকারীদের দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১০,০০০/- টাকা জরিমানা করার সাজা দেয়। খেলাপি হলে আরও এক বছরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

২) সংক্ষেপে বলা যায়, হাসেম সেখ -এর স্ত্রী লিলি বিবি ফৌজদারি বিচার প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করান সালার পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করে যে তার স্বামী হাসেম সেখ ঘটনার দিনে লালটু সেখ., লালা সেখ., দাসা সেখ এবং শিশু ঘোষ এর সঙ্গে ডাব্লু জি কিউ- ৫৭- ৪৩৪৩ হিসাবে নিবন্ধিত বাসে কান্দি যাচ্ছিলেন।আক্কাস সেখ-ও কাগরামে বাসে উঠেছিলেন।বাসটি সালার বাস স্টপ ছেড়ে যাওয়ার পর হঠাৎ দুদুন মোল্লা, বালি মোল্লা, মিরাজ মোল্লা, ফরিদ সেখ এবং আরও কয়েকজন ব্যক্তি বাসে উঠে হাসেম সেখকে-কে টেনে নিয়ে যায় এবং ছুরি, ভোজালির মতো মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করে তাকে হত্যা করে , দুষ্কৃতীরা হাসেম সেখের-এর গলা কেটে দেয়।

৩) যেহেতু জানানো তথ্যটি আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করেছে, সেই কারণে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারার অধীনে সালার থানার মামলা নং ১০৪/২০১০ তারিখ ৬ই জুলাই, ২০১০ নিবন্ধিত হয়েছিল। পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং শেষে চার্জশিট জমা দেয়।শুধুমাত্র আপিলকারীদের বিরুদ্ধেই বিচার শুরু হয়, অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বিচারের মুখোমুখি হননি।

বিচার চলাকালীন প্রসিকিউশন প্রায় 25 জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করে এবং নথিভুক্ত প্রমাণ বিবেচনা করে বিচারিক আদালত বিবাদীয় রায়টি প্রদান করে।

৪) আপিলকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী সিনিয়র কাউন্সেল শেখর কুমার বসু বলেন যে, বিচারিক আদালত সাক্ষ্যের ভুল পাঠের ভিত্তিতে বিবাদীয় রায় দিয়েছে। ফরিদ সেখ, যিনি দোষীদের মধ্যে একজন, তার বিরুদ্ধে যদিও ভারতীয় দণ্ডবিধির

৩০২/৩৪ ধারার ব্যাখ্যার মধ্যে অপরাধ করার অভিযোগ আনা হয়েছিল, প্রসিকিউশনের সাক্ষীরা বলেছিলেন যে তিনি হাসেম সেখকে বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেছিলেন এবং এর জন্য সহ-অভিযুক্ত দুদুন মোল্লা তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে। বিদ্বান বিচারিক জজ ফৌজদারি আইনের প্রচলিত নিয়ম ('থাম্ব রুল')-কে উপেক্ষা করেছিলেন যে যখন দুটি মতামত সম্ভব হয়, তখন যেটি অভিযুক্তের পক্ষে ঝুঁকে থাকে সেটিকেই তার সুবিধার জন্য কার্যকর করা উচিত।আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার প্রয়োজনীয়তাগুলি তদন্তকারী আধিকারিক দ্বারা মেনে চলা হয়নি তবে বিদ্বাণ ট্রায়াল কোর্ট এটিকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে।প্রদর্শ ১৫ /১ এবং প্রদর্শ ১৫/২ হল ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬১ ধারার অধীনে তদন্ত চলাকালীন তদন্তকারী আফিসার দ্বারা নথিভুক্ত দুই আসামির বিবৃতি। । উক্ত বিবৃতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কেউই ছুরি ও ভোজালি কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল তার কোনও ইঙ্গিত দেয়নি।সরকারী সাক্ষী (P.W) নং ২৫ সাক্ষ্য দেওয়ার সময় তদন্তকারী অফিসার (I.O) আপিলকারীদের দ্বারা উপস্থাপিত দুটি ছুরি বাজেয়াপ্ত করেছে বলে দাবি করেছে। তবে, হেফাজতে থাকাকালীন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কথিত বিবৃতিতে ভোজালির উল্লেখ থাকলেও তদন্তকারী অফিসার (I.O) কোনও ভোজালি উদ্ধার করেননি।এটি আবেদনকারীদের কাছ থেকে অপরাধমূলক অস্ত্র উদ্ধার সম্পর্কে তদন্তকারী অফিসার (I.O)-এর দাবির অসারতা নির্দেশ করে।পুলিশ অস্ত্রগুলি বানিয়েছিল যার কারণে এটি ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়নি।

৫) ২৫ জন সাক্ষী যাদের পরীক্ষা করা হয়েছে তাদের মধ্যে সরকারী সাক্ষী (P.W) নং-১ লিলি বিবি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী যার ঘটনা সম্পর্কে সরাসরি কোনও জ্ঞান ছিল না। সরকারী সাক্ষী (P.W) নং- ২ থেকে ৪ হলেন সহযাত্রী।তারা নিজেদের প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি করে।

৬) সরকারী সাক্ষী (P.W) নং-২ লালটু সেখ ওরফে কাফেরুল কাসেম বলেছেন যে ২০১০ সালের ৬ই জুলাই তিনি অন্যদের সঙ্গে বাসে করে কান্দি যাচ্ছিলেন।সালারে দুদুন মোল্লা, বালি মোল্লা, মিরাজ এবং ফরিদ হাসেম সেখকে-কে হত্যা করে। অভিযুক্ত বালি মোল্লা ভুক্তভোগীর ('ভিকটিম্') গলা কেটে দেয়

এবং ফরিদ সেখ তাদের আটকানোর চেষ্টা করে। সরকারী সাক্ষী (P.W) নং-৩ হলেন সহযাত্রীদের মধ্যে একজন যিনি বলেছিলেন যে বাসটি সালার বাস স্টপ ছেড়ে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে হাসেম সেখকে বালি মোল্লা এবং দুদুন মোল্লা তাকে বাস থেকে টেনে বের করে এবং সে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে নিহত হয়।সাক্ষী ফরিদ সেখকে কাঠগড়ায় শনাক্ত করতে পারেননি।জেরা করার সময় তিনি দুদুন মোল্লা এবং বালিকে হাসেম সেখকে বাস থেকে টেনে নিয়ে যেতে দেখেন বলে জানান। সরকারী সাক্ষী (P.W) নং-৪ এবং সরকারী সাক্ষী (P.W) নং-৬ হলেন অন্য দুইজন জন ব্যক্তি যারা ভুক্তভোগীর('ভিকটিম্') সাথে কান্দি আদালতে যাচ্ছিল এবং তাঁরা জানিয়েছেন যে বাসটি সালার বাস স্টপ ছেড়ে ১০০ হাত যাওয়ার পরে বাসটিকে থামানো হয় এবং , দুদুন মোল্লা, বালি মোল্লা, মিরাজ, ফরিদ বাসের ভিতরে প্রবেশ করে এবং মিরাজ, বালি এবং দুদুন হাসেম সেখকে বাসে ছুরিকাঘাত করে। হাসেমকে বাস থেকে টেনে বের করা হয় এবং দুদুন মোল্লা, বালি মোল্লা ও মিরাজ তাকে ছুরিকাঘাত করে।বালি মোল্লা তাঁর গলা কেটেছিলেন।ফরিদ তাদের আটকানোর চেষ্টা করে।

৭) সরকারী সাক্ষী (P.W) নং-৫ , ইসলাম সেখ কিছুই প্রত্যক্ষ করেন নি।তাঁর সাক্ষ্য জনশ্রুতিমূলক সাক্ষ্য হওয়ায় তা স্বীকার্য নয়। সরকারী সাক্ষী (P.W) নং- ৭ এবং ৮ হল তদন্তকারী অফিসার (I.O) দ্বারা ঘটনাস্থল থেকে সংগৃহীত রক্তের দাগযুক্ত মাটি বাজেয়াপ্ত করার সাক্ষী এবং তাদের স্বাক্ষরগুলি প্রদর্শ ৩ এবং ৩/১ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ৯, ১০, ১১ এবং ১২ জন হলেন বাসের চালক, কন্ডাক্টর এবং খালাসি, যারা ঘটনার সাক্ষী হওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন।এই সাক্ষীরা জানিয়েছেন যে তাঁরা একটি চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলেন এবং পরে এক ব্যক্তির হত্যার কথা জানতে পেরেছিলেন। সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ১৩ হলেন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট যিনি দুই জন সাক্ষী লালটু সেখ এবং লালা সেখ -এর বক্তব্য রেকর্ড করেছেন ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬৪ ধারার অধীনে, যা প্রদর্শ ৪ এবং ৫ হিসাবে গৃহীত হয়েছে।সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ১৪, আব্দুল আজেম মৃতদেহ এবং ঘটনার স্থানের কিছু ছবি তোলেন।সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ১৫ হলেন ময়নাতদন্তের শল্যচিকিৎসক যিনি ঘাড়ের বাম দিকের সামনের অংশে হাড়ের গভীরতা পর্যন্ত প্রায় ৪ "/২" পরিমাপের তীক্ষ্ণ কাটা আঘাত পেয়েছেন।থাইরয়েড কার্টিলেজের মাঝামাঝি স্তরে

ঘাড়ের মাঝখানে ৩ ১/২ "/২" (মাপের) তীক্ষ্ণ কাটা ক্ষত। থাইরয়েডের স্তরে ত্বকের গভীরতা পর্যন্ত একাধিক ছুরিকাঘাতের আঘাত।হাড়ের গভীরতা পর্যন্ত মুখের ডান দিকে ১ "/ ১/২" ছুরির আঘাত (স্ট্যাব ইনজুরি)।হাড়ের গভীরতা পর্যন্ত বুকের ডান দিকে ১ ইঞ্চি/ ১/২ ইঞ্চি দুটি ছুরির আঘাত (স্ট্যাব ইনজুরি)।পেটে এবং পেটের নিচের অংশে ভিসারাল গভীরতা পর্যন্ত দুটি ছুরির আঘাত (স্ট্যাব ইনজুরি)।পেশীর গভীরতা পর্যন্ত পার্শ্বের বাম দিকে 35টি ছুরির আঘাত (স্ট্যাব ইনজুরি) ডান হাতে ১"/ ১/২" তিনটি ছুরির আঘাত (স্ট্যাব ইনজুরি) রয়েছে প্রতিটি পেশীর গভীরতা পর্যন্ত।'স্ক্যাপুলা'-র ডানদিকে হাড়ের গভীরতা পর্যন্ত ১ "/ ১/২" দুটি এবং পিঠে হাড়ের গভীরতা পর্যন্ত দশটি ১/২" / ১/২" ছুরির আঘাত (স্ট্যাব ইনজুরি) ।ময়নাতদন্তের শল্যচিকিৎসকের মতে, একাধিক আঘাতের কারণে রক্তক্ষরণজনিত শক মৃত্যুর কারণ ছিল।সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ১৬ এবং সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ১৮ -এর কথিত ঘটনা সম্পর্কে কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না।সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ১৭-কে জেরা করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়েছিল।সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ১৯ হলেন রেকডিং অফিসার যিনি ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩০২/৩৪ ধারার অধীনে ৬ই জুলাই, ২০১০ তারিখে সালার থানার মামলা নং ২০১০ সালের ১০৪ নিবন্ধিত করেছেন।

F.I.R.-টি প্রদর্শ ৮ হিসাবে স্বীকৃত হয় এবং সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ২০ হলেন হোম গার্ড, লাইকাত আলী, যিনি যে বাসে ভুক্তভোগী বা অন্যান্য সাক্ষীরা ভ্রমণ করছিলেন, সেই বাসটি তদন্তকারী অফিসার দ্বারা বাজেয়াপ্ত হওয়ার পরে সেই বাজেয়াপ্ত তালিকায় তাঁর স্বাক্ষর করেছিলেন। সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ২১ এ.এস্.আই. প্রদীপ কুমার ঘোষ, সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ২২ আবু বক্কর সেখ, সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ২৩ আলী সেখ - এদের সাক্ষ্যও অনুরূপ।সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ২৪ মফিরুল কাসেম হলেন লিখিত তথ্যের লেখক যিনি লিলি বিবির বলা মতন তথ্যটি লিখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।লিখিত তথ্য প্রদর্শ ১২ হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

৮) সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ২৫ হলেন এই মামলার তদন্তকারী অফিসার (I.O) যিনি দুই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিলেন, সাক্ষীদের

পরীক্ষা করেছিলেন , ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারার অধীনে তাদের বক্তব্য রেকর্ড করেছিলেন এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬৪এর অধীনে বিদ্বাণ বিচার রিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, কান্দি'র দ্বারা দুই সাক্ষীর বিবৃতি রেকর্ড করার ব্যবস্থাও করেন। ।সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ২৫ -এর অনুসারে অভিযুক্ত বালি এবং ফরিদ তাঁর সামনে বিবৃতি দিয়েছিল যা তাঁকে অপরাধমূলক অস্ত্র উদ্ধার করতে চালিত করেছিল যা তিনি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন এবং ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির অনুমতি নিয়ে তিনি ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন সংগ্রহের পরে চার্জশিট জমা দিয়েছিলেন এবং বাকি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পাওয়ার পরে দুদুন মোল্লা, মিরাজ সেখ কে ঘোষিত অপরাধী হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছিল।

৯) সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ২ লালটু সেখ ,সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ৩ দাসা সেখ, সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ৪ লালা সেখ, এবং সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং৬ আক্কাস সেখ প্রতিপরীক্ষণ ('ক্রস-একজামিনেশন্') পরীক্ষা সহ্য করেছিলেন।সেই সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে অভিযোগ করার মতো কিছুই নেই।উপরোক্ত সাক্ষীদের মৌখিক সাক্ষ্য নির্ভুলভাবে ইঙ্গিত করে যে মৃত / ভুক্তভোগী হাসেম সেখকে বালি মোল্লা এবং অন্য দুই অভিযুক্ত ব্যক্তি হত্যা করেছিল। ।

বালি মোল্লা হাসেম সেখ-এর গলা কেটে ফেলে।সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ২, সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ৩ এবং সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ৪ প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য, যা আমি আগেই এখানে উল্লেখ করেছি, ময়নাতদন্তের সার্জন সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ১৫, ডাঃ তাপস কুমার দাসের সাক্ষ্য থেকে এবং তার পাশাপাশি ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন, যা প্রদর্শ- ৬ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে, থেকে সমর্থন পাচ্ছে।

১০) প্রত্যক্ষদর্শীরা অবশ্য ফরিদ সেখ-কে দোষমুক্ত বলে বিবৃতি দিয়েছেন এই বলে যে সে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আটকানোর চেষ্টা করেন এবং তার জন্য তাঁর শ্বশুর দুদুন মোল্লা তাঁকে আক্রমণ করেন।এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ফরিদ সেখ-কে দোষমুক্ত করে চারজনের মধ্যে তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য একটি সম্ভাবনা প্রকাশ করে যে বাকি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মতন হাসেম সেখ-কে হত্যা করার অভিপ্রায় ফরিদ সেখের ছিল না।

১১) এটা সত্য যে, যে বিবৃতিটি অপরাধমূলক অস্ত্র পুনরুদ্ধারের দিকে চালিত করে তার উপর বিশ্বাস রাখা যাচ্ছে না।কিন্তু যখন আমরা যেসকল সাক্ষীরা প্রতি-পরীক্ষণ জেরায় দাঁড়িয়েছিল, তাদের কাছ থেকে ঘটনার সরাসরি প্রমাণ পাই, তখন অপরাধমূলক অস্ত্র উদ্ধার বা সেই অস্ত্রগুলির এফএসএল-এ পরীক্ষা না করার বিষয়ে প্রসিকিউশন মামলায় যদি কোনও ত্রুটি থাকে তা প্রসিকিউশন মামলার বক্তব্য লোপ পাওয়ায় না ।

দোষী বালি মোল্লার বিষয়ে বলা যায় যে , আমরা বিচারিক আদালতের রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

১২) যতদূর পর্যন্ত সহ-অভিযুক্ত ফরিদ সেখের কথা বলা যায়, আমরা বিবেচনা করে এই মতামত দিচ্ছি যে, চারজনের মধ্যে তিন প্রত্যক্ষদর্শী তাদের বয়ানে ফরিদ সেখ-কে দোষমুক্ত বলায় তাঁকে সন্দেহের সুবিধা (' বেনিফিট্ অফ্ ডাউট্') দেওয়া উচিত। প্রত্যক্ষদর্শী সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ২, সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ৩, সরকার পক্ষের সাক্ষী (P.W) নং ৪-এর সাক্ষ্যের মাধ্যমে আমরা যেমন দেখি, তাঁর আচরণ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে তিনি ভুক্তভোগীকে (ভিকটিম্) হত্যা করার সাধারণ উদ্দেশ্যের অংশীদার ছিলেন না।

অতএব, বালি মোল্লার বিরুদ্ধে দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ বজায় রাখার পাশাপাশি, আমরা ফরিদ সেখ-এর দোষী সাব্যস্ত করার আদেশটি বাতিল করছি এবং অভিযুক্ত ফরিদ সেখ-কে সন্দেহের সুবিধা ('বেনিফিট্ অফ্ ডাউট্') প্রদান করে খালাসের আদেশ নথি করছি। ফৌজদারী কার্যবিধি ৪৩৭ ধারার বিধান অনুযায়ী বিচারিক আদালত সন্তুষ্ট হয় এমন একটি ৬ মাস সময়কালের বন্ড কার্যকর করার পরে, অন্য কোনও মামলায় না চাওয়া হলে তাকে অবিলম্বে হেফাজত থেকে মুক্তি দেওয়া হোক।

১৩) তদন্ত, অনুসন্ধান এবং বিচারের সময় বালি মোল্লার আটকের সময়কাল ফৌজদারী কার্যবিধি ধারা ৪২৮ -এর বিধান অনুযায়ী তার সাজার মেয়াদ থেকে বাদ যাবে ।

১৪) ফলস্বরূপ, আপিল অনুমোদিত হল, তবে আংশিকভাবে। যদি কোনও

দরখাস্ত থেকে থাকে, তার নিষ্পত্তি করা হল।

১৫) রায়ের অনুলিপি সহ নিম্ন আদালতের নথি বিচারিক আদালতে পাঠানো হবে এবং রায়ের একটি অনুলিপি প্রয়োজনীয় প্রতিপালনের জন্য সংশোধনাগারের সুপারিনটেনডেন্টের কাছে পাঠানো হোক।

১৬) এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি এর জন্য আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে দিতে হবে।

১৭) আমি একমত,- জয়মাল্য বাগচি, বিচারপতি।

আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.